নিশীথ-চিন্তা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

বিরচিত।

পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন,
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।

* * *

না উঠিতে দিনমণি—থাকিতে যামিনী,
পুরাও মনের আশা, সুরসিমন্তিনি!

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন, ১২৮৪।

নিশীথ-চিন্তা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়

বিরচিত।

পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন :
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।
*   *   *   *
না উঠিতে দিনমণি—থাকিতে যামিনী,
পূরাও মনের আশা, সুবসিমন্তিনি !

আল্‌বার্ট প্রেস্।

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

আশ্বিন, ১২৮৪।

উপহার।

বঙ্গসাহিত্য-প্রভাতনক্ষত্র

কোবিদচূড়কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ

বান্ধবসম্পাদক মহাশয়।

প্রিয়তম সুহৃদ্,

যে করে "প্রভাত-চিন্তা" করিলে সৃজন,
সে করে "নিশীথ-চিন্তা" করিনু অর্পণ।

প্রীতিমুগ্ধ

রাজকৃষ্ণ

১লা আশ্বিন,
১২৮৪

বিজ্ঞাপন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়া অনেক দিন পরে মুদ্রাঙ্কন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সহসা তাহা করিতে সাহস হয় নাই। কেন না, কোন একটি কার্য্য করিতে হইলে, নিতান্তপক্ষে, কোন এক জন উপযুক্ত সুবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহার পরামর্শ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। [illegible] এই নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ "সাধারণী" সম্পাদক সুতীক্ষ্ণ সমা[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে এই [illegible] চিন্তা"র বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। পাঠ করিয়া বলেন যে, "[illegible]" (এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে)। আমি তাঁহার মুখে এই কএকটি অনুকূল বাক্য শুনিয়া "নিশীথ-চিন্তা" প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে আশা এই, যদি ইহা কাব্যপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনোনয়নে ক্ষণকালের জন্যও সামান্য আদরের সহিত একবারমাত্র দৃষ্ট হয়, তবেই কার্য্য করিবার পর যে পদার্থটি লাভের আশা হইয়া থাকে, সেইটি দেখিতে পাইব। নতুবা "নিশীথ-চিন্তা" বাস্তবিক নিশীথ-চিন্তা হইয়া যাইবে,— আলোক দেখিতে পাইবে না।

রচয়িতা।

অশুদ্ধি শোধন।

১২ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তির ‘রজরাণী’ স্থানে ‘রাজরাণী’ হইবে।

নিশীথ-চিন্তা।

১

গভীর নিশীথ ;—বিশ্ব অন্ধকারময় !
যতদূর চলে দৃষ্টি, তমসে সকল
গাঢ়রূপে আবরিত, দৃষ্টি নাহি হয়
দ্বিহস্ত দূরের বস্তু ;—তমস কেবল।
দিবসে যে প্রতি অঙ্গে লোমকূপ যত
গণনা করেছি ; এবে বিশেষ যতনে
গুণিবারে প্রাণপণে—যত্ন করি কত,
তবুও না পারি—ধাঁধা লাগি'ছে নয়নে।
নয়ন থাকিতে এবে নাহি রে নয়ন ;
নেত্রবানে নিশা করে অন্ধের মতন !

২—যে আঁখি দেখেছে এই কিছুক্ষণ আগে
পড়িতে তপন-বিভা লোহিতবরণে
শ্যামল ধরণী-দেহে—গিরি-শিরোভাগে—
সুনীল-জলধি-বক্ষে—তটিনী-জীবনে ;
যে আঁখি দেখেছে দিনে অতীব সুন্দর
প্রকৃতির মুখচ্ছবি ; যেন সরোবরে
ফুটিয়াছে সরোজিনী ; সে আঁখি কাতর
নিরখি' এ তমোরাশি বাহিরে—অন্তরে !
দিবার সে শোভা আর নিশার মূরতি,
দেববালা-পাশে যেন পিশাচ-যুবতী !

৩—সন্তরিলে নৈশাকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রমা,
এ নিশীথ হ'ত তবু সুখ-দরশন;
কিন্তু নীলাকাশে আজি প্রগাঢ় কালিমা,
(যেন রে করালী কালী !) ঘোর বিলেপন !
যা হোক্, তবুও কিছু সুখের সঞ্চার,
কল্পিত হীরকখণ্ড—অসংখ্য গগনে—
নীরবে—সুধীরে ক্ষীণ আলোক বিস্তার
কণা-পরিমাণে করে অনন্ত গগনে।
অনন্ত বিষাদ-তম-পূরিত অন্তরে
ভরসার নানাভাব যেন রে বিচরে।

৪—নীরব গগন-গর্ভ—নীরব ভূতল—
নীরব চৌদিক ;—যেন নীরবতা-ব্রত
করেছে প্রকৃতি সতী ;—নীরব সকল,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবে নীরবে আনত।
অভয়দ সূর্য্যদেব, জগত-লোচন,
যখন গগন-পট্টে র'ন জাগরিত,
ভয়েরো তখন হয় ভয় বিমোচন,
অনাতঙ্কে নরগণ হয় পুলকিত।
কিন্তু এ নিশীথকালে বিষম ঘটনা !
হৃদয়ের অন্তস্তলে ভয়ের তাড়না !

৫—এ নিশীথে কি প্রভেদ অরণ্য নগরে ?
উভয়ে ভয়ের ভূমি—উভয়ে গভীর,
উভয়েরি ভীম দৃশ্য অবশ্য অন্তরে
পশিয়া এখনি, দেখ, করিবে অস্থির !
দিনের প্রভেদ এবে নিশীথে অভেদ,
জ্ঞানোদয়ে ধার্ম্মিকের মানস যেমন।
দিনে বহে পাপ-স্রোত—নিশীথে নির্ব্বেদ ;
পরোলোক চিন্তনের নিশাই কারণ।
যদিও নিশীথ বটে বিভীষিকাময়,
তথাচ মঙ্গল-হেতু ;—কে বলিবে নয় ?

৬—পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন ;
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।
অন্ধকার-জলে সবি হ'য়েছে মগন ;
মায়াবলে স্বর্গ যেন ঘোর রসাতল !
কিংবা হেন বোধ হয়, এ ভাব দেখিয়া,
জগত-সৃজন-পূর্ব্ব-কল্পিত-সময় ;
ছিল না এ বিশ্ব-মূর্ত্তি ; কেবল ডুবিয়া
আছিল শূন্যতা-তমে—ঘোর তমোময়।
হইলেও হ'তে পারে—কেনই না হ'বে,
কল্পনাই যেই কালে সকলি প্রসবে ?

৭—অহো, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ে,—
সাগর, ভূধর আর মরুভূ, কানন
একাকার একভাবে ; বসুধা-হৃদয়ে
নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্ত্তন ?
কোথায় সে দিবসের ঘোর কোলাহল ?
কোথায় সে তরু-শাখে বিহঙ্গের ধ্বনি ?
কোথায় সে বিভাময় নীল নভস্তল ?
কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিনমণি ?
দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,
সুখের পরেতে ঠিক্ দুঃখের সঞ্চার।

৮—অয়ি গো কল্পনে দেবি, তোমার করুণা
যা'র ভাগ্যে লাভ হয়, ধন্য সেই জন,
তাহার মানস-ক্ষেত্রে অমৃত-ঝরণা
তোমার প্রসাদে, দেবি, হয় গো সৃজন !
তব দত্ত তুলিকায় মনোমত করি'
কত কি যে আঁকে সেই—অচিন্ত্য, অতুল
স্বর্গেরে বসায় আনি' ভূতল-উপরি,
অবাস্তব বিষয়ের সৃষ্টি করে মূল।
কণামেয় মৃত্তিকায় হৈম হিমালয়
তাহার তুলিকা-মুখে প্রসবিত হয়।

৯—"অভিজ্ঞান শকুন্তল" প্রসাদ তোমার,
ব্যাস, বাল্মীকির কীর্ত্তি তোমারি কৃপায়,
শেক্ষপীর কাব্য-গলে রত্নময় হার
পরাইলা, মহাদেবি, উজ্জ্বল বিভায়।
অকবিরে কবি কর—নির্দ্ধনেরে ধনী ;
শুভদৃষ্টি দান তুমি কর যেই জনে,
রাজাপেক্ষা রাজা সেই, ধরা-শিরোমণি,
মরিয়া অমর সেই নিখিল ভুবনে।
কি ছার স্বর্গের সুখ ?—সকলি অসার
তাহার নিকটে, তুমি সর্ব্বস্ব যাহার।

১০—স্থদুস্তর পারাবার তরিবার তরে
নাবিক কেবলি হয় অনন্য-সহায় ;
অপার অনন্ত কাব্য-রাজ্যের ভিতরে
কে ভ্রমিতে পারে, স্থরে, ত্যজিয়া তোমায়?
অলক্ত-রঞ্জিত তব রাতুল চরণ
নিয়ত মানসাসনে বিরাজে যাহার,
স্থখদুঃখ, সৌন্দর্য্যের বিধাতা সে জন,
অপূর্ব্ব সৃজন-শক্তি আয়ত্ত তাহার।
অপার বিষাদপূর্ণ সংসার মাঝারে
স্থখ-বীজ-মন্ত্রে তুমি শুদ্ধ কর তা'রে।

১১—এই যে গভীর তমী, কহ, গো কল্পনে,
এ হেন সময়ে তব প্রিয় ভক্তগণ
তুলিকার সূক্ষ্মমুখে রঞ্জন-লেপনে
নৈশ প্রকৃতির চিত্র করি'ছে অঙ্কন।
স্বভাবের স্থনিয়মে অবশ্য নিশায়
কুমুদী সরসে ফুটে—নভে উঠে শশী ;
কিন্তু তব প্রিয় ভক্ত সেই দু' জনায়
দাম্পত্য-প্রণয়ে করে প্রেয়ান্ প্রেয়সী !
কোথায় উভয়ে জড়, কিন্তু গো কল্পনে,
তব ভক্ত প্রাণদান করে সে দু' জনে !

১২—এই তমস্বিনী-কালে কাহার অন্তরে
অলক্ষ্যে সহসা কর হেন ভাবোদয়,
কত ভাবে ভাবে সেই হৃদয়-কন্দরে
রজনীরে—কভু সুখ—কভু দুঃখময় !
তমস্বিনী, তপস্বিনী—উভয়ে সমান,
কখন রাক্ষসীসহ নিশার তুলনা ;
কখন শান্তির রাজ্য—আরাম-নিধান—
কখন নরককুণ্ড—অনন্ত-যাতনা !
কভু আয়ুহরা—কভু শোকনিবারিণী—
কভু মাতৃসমা—কভু ভয়বিধায়িনী !

১৩—যা' হৌক্, আমারে আজি এ ঘোর নিশায়,
কৃপাময়ি, কৃপা করি' কহ একবার,—
অই যে জাহ্নবী-তটে, অল্প দেখা যায়,
একটি সামান্য গ্রাম—কি নাম উহার ?
কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শিহ্লন,
মাঘ, বাণভট্ট কিংবা জয়দেব নই ;
শেক্ষপীর, গেটে, কিংবা ভার্জিল, মিল্টন,
বাল্মীকি, হোমর, ব্যাস কোন কবি নই
কি হেন তপস্যা মোর, তাঁ'দের মতন
লভিয়া প্রসাদ তব জাগা'ব ভুবন ?

১৪—আকাশ-কুসুম-সম ক্ষমতা আমার,
দুরাশারে মনে বহি' বৃথা কাটি কাল !
অসাধ্য সাধনে ধাই—এমনি বিচার,
কে মূর্খ আমার মত ?—হায় রে কপাল !
অমরতাপ্রদায়িনী তুমি, গো কল্পনে,
কি পুণ্য আমার, আমি পাইব সে ধন ?
যাহে অধিকার নাই, অলীক চিন্তনে
কেন মিছে ভেবে মরি ?—বৃথা আকিঞ্চন।
অতএব, দয়াময়ি, এই মনস্কাম,—
কহ, ভাগীরথী-তটে ওটি কোন্ গ্রাম ?

১৫—কি নাম ধরিয়া উহা গঙ্গা-বাম তটে
একাকী দাঁড়া'য়ে আছে ?—বহুকাল গত।
চল, গো কল্পনে, মোরে লইয়া নিকটে,
নিশীথে দেখিব ওর নৈশ শোভা যত।
যদিও তমিস্র মম ধাঁধি'ছে নয়ন,
তবুও সহায় করি' তোমার করুণা,
পেয়েছি নূতন দৃষ্টি ; করিব পূরণ
এ নিশীথে—অন্ধকারে—মনের বাসনা।
মানস-সরসে, সতি, ব'স একবার,
অবশ্য তা হ'লে আশা পূরিবে আমার।

১৬—বহি'ছে সম্মুখে নদী, মৃদুপ্রবাহিনী,
স্থধীর কল্লোলরব কুলুকুলু হয় ;
প্রকৃতি গাহেরে বুঝি এ কোন রাগিণী ?
কৃত্রিম রাগিণী রাগ মানে পরাজয়।
সুমধুর কণ্ঠে কত শুনিয়াছি গান,
কত সুললিত যন্ত্রে শুনে'ছি বাদন,
জাহ্নবী-প্রবাহ-যন্ত্রে আজি রে পরাণ
জুড়া'ল যেমতি, কভু হয় নি এমন।
যা' শুনিনু আজ—আর কভু কি শুনিব ?
কৃত্রিম সঙ্গীতে হেন সুধা কি পাইব ?

১৭ বহি'ছে সম্মুখে নদী, ঢাকিয়া আঁধারে
সুদীঘল দেহখানি ; সমস্ত শরীর
হ'য়েছে অসিত বর্ণ, কে চিনিতে পারে
নদীরে, আকাশ-আলো না ছুঁইলে নীর ?
দিবসে যেমন ভাব, নিশাতেও তাই,
কেবল প্রভেদ এই, দিবায় যেমন
উজ্জ্বল আছিল জল, নিশীথে তা' নাই,
নতুবা যেমন ছিল—এখনো তেমন।
সেই অবিরাম গতি—সেই সে লহরী—
সেই সমীরণে নদী উঠি'ছে শিহরি'।

১৮—দেখ রে নয়ন, চেয়ে দেখ একবার
নিশীথে জাহ্নবী-শোভা দেখিতে কেমন,
জন্মাবধি কত কি যে দেখ বারংবার,
সত্য বল, হেন শোভা দেখেছ কখন ?
নিশীথে গঙ্গার মূর্ত্তি, অতুল তুলনা,
শান্তি-প্রতিরূপ-রূপে কেমন বিরাজে ;
রে নয়ন, ওরে মন, কখন ভুল না ;
এমন সুন্দর ছবি আছে কি সমাজে ?
সমাজে পাপের স্রোত অবিরত বয় ;
নৈশ জাহ্নবীর স্রোত পুণ্যরাশিময়।

১৯—মৃদুল শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বয়,
গঙ্গার প্রবাহে তাহে উঠি'ছে লহরী ;
সুদূর-গগনশোভি-নক্ষত্র নিচয়
তাহে প্রতিভাত হ'য়ে নাচে ধীরি ধীরি।
তটজ বিটপিচয় বাড়া'য়ে বিটপ
কখন পরশে জল, কভু না পরশে ;
পত্র হ'তে হিমবিন্দু পড়ে টপ টপ ;
দেখিতে না পাই—শুধু শব্দ কাণে পশে।
শিথিল কুসুমকুল কভু বায়ু-ঘায়
ঝরঝরে পড়ি' জলে, অলক্ষ্যে মিশায়।

২০—এক পার হ'তে বায়ু যায় আর পারে,
অলক্ষিত ভুজে ছুঁয়ে জাহ্নবীর জল ;
আবদ্ধ তরণীগুলি নদীর কিনারে
মধুর অস্ফুট রবে করে টলমল।
ক্লান্ত নাবিকের দল গভীর নিদ্রায়
অভিভূত—বিচেতন ; সময় পাইয়া
দয়ালু সমীর গায়ে বীজন ঢুলায়,
গঙ্গাও আরাম দেয় তরী ঢুলাইয়া।
কিন্তু রে ঝটিকাকালে এই সমীরণ,
এই গঙ্গা নাশে কত নাবিক-জীবন !

২১—বাস্তবিক, নিসর্গের ভাব বুঝা ভার,
ক্ষণেকে স্বর্গেতে তুলে, আবার ক্ষণেকে
বিষম যন্ত্রণাময় নরক-মাঝার
মুহুর্মুহু ডুবাইয়া কুকৌতুক দেখে !
ঐশ্বর্য্যশালীর সহ নিসর্গ সমান,—
উভয়েই অভেদাত্ম—দুয়েরি দ্বিমন ;
উভয়ে সুখের ছায়া—দুঃখের সোপান,
রূপা দিয়া, স্বর্ণরাশি করে রে হরণ !
ধনীর প্রণয় আজ হাতে চাঁদ দিবে,
সেই হাত পুন কাল শৃঙ্খলে বাঁধিবে

২২—অয়ি রত্নপ্রসবিনি কল্পনে, আমায়
একবার ল'য়ে চল গ্রামের ভিতর ;
তোমা বই এ সময়ে—এ ঘোর নিশায়
কে আছে?—কাহার প্রতি করিব নির্ভর।
তুমিই এ নিশাকালে ব্যাসের অন্তরে
আবির্ভূত হ'য়ে,খেলা ভীষণ খেলিলে,—
নিদ্রিতা কৃষ্ণার ক্রোড়ে দ্রোণ-সুত-শরে
নিদ্রিত তনয় পঞ্চে তুমিই নাশিলে !
জতুগৃহ দাহ ক'রে এ ঘোর নিশীথে,
বাঁচা'লে পাণ্ডবগণে সুড়ঙ্গের পথে !

২৩—এ ঘোর নিশায়, সতি, তোমারি মায়ায়
জনকের প্রেত-আত্মা সহ সম্ভাষণ
করিলেন হাম্‌লেট ; খুলিল তাহায়
অদ্ভুত রহস্য, অহো, অতীব ভীষণ !
এ নিশাথে মেঘনাদে, পূজার মন্দিরে,
লক্ষ্মণের করে বধ তুমিই করিলে !
তুমিই ভাসা'লে, এই জাহ্নবীর তীরে,
নিশীথে সীতারে তপ্ত নয়ন-সলিলে !
বাল্মীকির তপোবনে সীতা সিমন্তিনী
তব বলে তপস্বিনী!—রাজরাণী যিনি !

২৪—পশিল এ নিশাকালে কুশের ভবনে
(অর্গলে আবদ্ধ দ্বার) শূন্যে মিশাইয়া
রাজলক্ষ্মী ; সুমন্ত্রণা কহিলা যতনে
রাঘব-তনয় কুশে, মৃদু সম্ভাষিয়া,
তোমারে সহায় করি'। এ ঘোর নিশায়,
কবিবর বায়রন্ কারার ভিতরে
গুলানারে পাঠাইলা প্রণয়-আশায়
দস্যুদলপতি কনরেডের গোচরে !
প্রণয়বিহ্বলা বালা বধি' বাদশায়,
উদ্ধারিল দস্যুনাথে ভীষণ কারায়।

২৫—এই না সে নিশা—যবে নারী-শিরোমণি
সাবিত্রী পরম সতী পতি হারাইয়া,
সতীত্বের মহিমায় পূরিলা ধরণী
যমে ছলি' মৃত পতি পুন বাঁচাইয়া ?
এই না সে নিশা—যবে দৈবকী-দয়িত
সদ্যোজাত শিশুটিরে গভীর আঁধারে
(বিষম শঙ্কটে ঘোরে ব্যাকুলিত চিত !)
কংস-ভয়ে লুকাইলা নন্দের আগারে ?
এই না সে নিশাকালে দময়ন্তী সতী
কলির ছলনে বনে হারাইলা পতি ?

২৬—মানসবাসিনি অয়ি কল্পনে সুন্দরি,
এ নিশীথে তব গুণে চিরান্ধ হোমর
(প্রতীচ্য-প্রাচীন-কবি) সুযতন করি'
উলিসিস, আজাক্সেরে প্রেরিলা সত্বর
অভিমানী মহাবীর একিলিস-পাশে,
প্রবেশিতে পুন তাঁ'রে ত্রোজীয় সমরে ;
কিন্তু বীর ফিরিল না ত্রয়ের বিনাশে,
অপমান, ঘৃণা, দুঃখ জাগিল অন্তরে !
এ নিশীথে উলিসিস যাইয়া গোপনে
রিশসে নিধন, কি গো করেনি, কল্পনে ?

২৭—কহ গো সুন্দরি, এই নিশীথ সময়
ভাজ্জিল রোমীয় কবি কৌশলে তোমার
মোহিত করেনি রাজ্ঞী দিদোর হৃদয়
ইনিসের মুখে কহি ত্রয়ের ব্যাপার ?
দেবী ভিনসের পুত্র ইনিসের তরে
দিদো কি হয়নি, সুরে, প্রণয়-বিহ্বলা ?
প্রণয়ে বঞ্চিত হয়ে, অতীব কাতরে
কাঁদেনি কি এ নিশীথে অবলা সরলা ?
কল্পনে, কত যে তব ভৌতিক কৌশল,
তোমারি ভকতবৃন্দ বুঝেছে কেবল।

২৮—এই সেই নিশাকালে শিবের মন্দিরে
তিলোত্তমা-সহ জগৎ সিংহের প্রণয়
হ'য়েছিল সংঘটিত ; অন্তরে বাহিরে
সে আঁধারে, হ'য়েছিল বিশ্ব প্রেমময় !
বিমলার দোষে, হায়, এই নিশাকালে
ঘটিল বিষম কাণ্ড গড়ের ভিতর ;
এই সেই নিশাকালে কৎলুর কপালে
কর্ম্মের মতন ফল ঘটিল সত্বর !
এই সেই নিশাকালে কপাল-কুণ্ডলা
মনোদুঃখে জলে ঝাঁপ দিল সে অবলা !

২৯—তোমারি কৌশলে, সতি, রজনী সময়,
এইরূপ নানা কাণ্ড কত কি ঘটিল ;
তোমারি করুণাপ্রার্থী আমার হৃদয়
এ হেতু নিশীথে আজ জাগিয়া উঠিল
আর কিছু নাহি চাই ;—কেবল কামনা,
একবার কৃপা করি' এ চিরকিঙ্করে,
চল এ গ্রামের মাঝে, অমর-ললনা,
নৈশ গ্রাম দর্শনেচ্ছা জাগিল অন্তরে।
না উঠিতে সূর্য্যদেব—থাকিতে যামিনী,
পূরাও মনের আশা, সুর-সিমন্তিনি !

৩০—স্তরে স্তরে তমোরাশি, আকাশ-সম্ভূত,
আবৃত করেছে গ্রামে দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
তমস-সাগরে যেন তমস-সংযুত
অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ এক র'য়েছে ভাসিয়া !
নিবেছে গ্রামের আলো—গ্রামীয় ব্যাভার,
সন্ধ্যার খানিক পরে এইরূপি হয় ;
কাজে কাজে তমসের ক্ষমতা বিস্তার,
কাজেই তমসময় গ্রামের হৃদয়।
যেখানে পাদপরাজি, সেখানে বিশেষ
তমসের দিগগ্রাসি গাঢ় সমাবেশ।

৩১—নিশ্চল সমীর কভু ঈষৎ চঞ্চল,
অমনি গাছের ডালে দোলে পত্রচয় ;
আবার যখন বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল,
ঝাউবনে সাঁই সাঁই ধীরে শব্দ হয়।
রাত্রিজাগরণশীল ঝিল্লীর স্বনন,
কে জানে, কেমন এক সুরব বরষে ;
ঝাউবনজাত শব্দে ইহার মিশ্রণ
আরো যে কি করে, যবে শ্রবণ পরশে !
যদি রে গঙ্গার সেই মৃদু কলরব
মিশিত এ দুই রবে ;—জাগাইত শব।

৩২—বারেক, কল্পনে, চল লইয়া আমায়
এই গ্রামবাসী যত কৃষীর কুটীরে ;
দেখিব কেমন তা'রা গভীর নিদ্রায়
দৈনিক কর্ষণশ্রম ভুলি'ছে অচিরে।
এই যে সরলচেতা কৃষকমণ্ডলী
নিদ্রায় বিঘোর ; নিদ্রা বিরামদায়িনী
কোমল কোলেতে ল'য়ে, শান্তি-রস ঢালি
নাশি'ছে গায়ের ব্যথা, বেদনাহারিণী।
ধন্য পুণ্যবান্ তোরা, ওরে কৃষিগণ,
ঈশ্বর-তনয়া নিদ্রা তোদেরি কারণ!

৩৩—হে কৃষক! সারাদিন মুখে রক্ত তুলে
বৃষ্টি, রোদ শিরে বহি', আমাদের তরে,
নিজের জীবন-সুখ একেবারে ভুলে,
শস্য উৎপাদন কর কত যত্ন ক'রে।
আমরাই পুন, হায়, এ পোড়া বদনে
'চাসা' ব'লে গালি দিই—কি লজ্জার কথা!
আমরাই 'চাসা' ; নৈলে বলিয়া কেমনে
এ দারুণ কথা, তোর বুকে দিই ব্যথা?'
যাহার প্রসাদে বিশ্বে বাঁচাই জীবন,
তা'রেই সামান্য ভাবি ;—এ বুদ্ধি কেমন!

৩৪—কৃষক, ধনীর চেয়ে তুমি ধনবান্,
কোটি কোটি ধনী বাঁচে তোমার যতনে ;
যে ধন প্রদান কর—সে ধন সমান
কি আছে?—কিছুই নাই এ বিশ্ব-ভবনে।
কনক, মাণিক, মুক্তা রাজার ভাণ্ডারে
অনেক দেখেছি, কিন্তু তব দত্ত ধন
মুষ্টিমেয় পরিমাণে নিখিল সংসারে
যতদূর মূল্যবান্—কি আছে তেমন ?
যে ধনের পরশনে জীবন বাঁচাই,
কিছুই তাহার সম এ জগতে নাই।

৩৫—কিন্তু হে কৃষক, বড় দুঃখের বিষয়,
এ জগতে কণামাত্র সুবিচার নাই ;
এখানে যে রাজা, সেই প্রজা হ'য়ে রয়,
প্রজা যে, তাহারি দেখি রাজার বড়াই !
অধর্ম্মের এ সংসার ধার্ম্মিকের মতে,
সত্য কথা—মিথ্যা নয়—দেখি অনুক্ষণ
তোমা হেন মানবের দুঃখ বিধিমতে,
অত্যাচারি জমীদার সুখেতে মগন !
দুঃখ স'য়ে সুখ দেয়, এমন যে জন,
জমীদার তা'রি প্রতি করে প্রপীড়ন !

৩৬—হে ভূস্বামী, বল দেখি, বারেক আমায়
কা'র ধনে ধনী তুমি?—কা'র বলে বলী?—
ভুঞ্জি'ছ স্বর্গের সুখ কাহার কৃপায়?—
কা'র গুণে ধনাধার পড়ি'ছে উছলি'?
যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তা' হ'লে এখনি
অবশ্য বলিবে এই কৃষকের গুণে
সুখ-সূর্য্য হাসে তব—গলে দোলে মণি—
অতুল ধনের ধনী কৃষকের ধনে।
বল দেখি তবে, তব বিচার কেমন ?
হেন হিতৈষীর প্রতি এতই পীড়ন!

৩৭—অমৃতপ্রসবী এই কৃষির লাঙ্গল
কোটি কোটি লেখনীরে নিয়ত চালায়,
কৃষির লাঙ্গল সাধে যেমন মঙ্গল,
কে পারে তেমন আর বিশাল ধরায়?
রে দাসত্ব প্রিয়তম বঙ্গের সন্তান,
কৃষকের চিতে চিত বারেক মিলাও;
কৃষিকার্য্যে রমা আসি' হবে' অধিষ্ঠান,
ঘৃণিত চাকুরী-পেসা বিসর্জ্জন দাও!
দাসত্ব করিয়া বড় কে কবে কোথায়?
স্বাধীন ব্যবসা-সম কি আছে ধরায়?

৩৮—কহ, গো কল্পনে, অই একটি ভবন
এ নিশীথে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে ;
ও গৃহ কাহার, কহ, শুনি বিবরণ,
চৌদিকে বেষ্টিত হ'য়ে নানাজাতি গাছে ?
অতুল আনন্দ কেন নয়ন আমার
সহসা লভিল আজ হেরি' এ ভবনে ?
নগরে দেখেছি বহু ধনীর আগার,
এ সুখ-সমান সুখ পাই নাই মনে।
স্বভাবের অন্তর্ভূত এ গৃহ আমায়
যে সুখে করিল সুখী—সে সুখ কোথায় ?

৩৯—নগরে কৃত্রিম শোভা—এখানে প্রকৃতি
হাসি'ছে অতুল হাসি, ঢালি' রূপরাশি ;
নগরের দগ্ধ শোভা, কঠিন আকৃতি,
মনের আনন্দরাশি ফেলয়ে বিনাশি'!
পিতল সহিত স্বর্ণ বিভিন্ন যেমতি,
নাগরিকী শোভা-সহ গ্রামীয় সুষমা,
কল্পনে, আমার জ্ঞানে বিভিন্ন তেমতি,
নগর রাক্ষস—গ্রাম দেবের প্রতিমা।
সরলতা, কোমলতা গ্রামে অনুক্ষণ
বিরাজে ; নগরে, বল, কোথায় তেমন ?

৪০—নিসর্গের দৈবীভাব কোথায় নগরে ?
প্রকৃত সুখের উৎস নগরে কোথায় ?
নাগরিক ভাব মোর জাগিলে অন্তরে,
স্বাভাবিক সুখ যাহা, তাহাও পলায় !
বড় আশা মনে মনে—য'দিন বাঁচিব,
স্বভাবের শোভা বই কৃত্রিম শোভায়,
আশীর্ব্বাদ কর, যেন কভু না মজিব.
গ্রামের স্বর্গীয় সুখ চিত্ত মোর চায়।
প্রভাত হইতে যেন অপর প্রভাতে
গ্রামের মোহনরূপে মন মোর মাতে।

৪১—আমার বিচারে গ্রাম শান্তি-নিকেতন,
এ নিশীথে ; পুন এই নিশীথ সময়
বারেক নগর-মূর্ত্তি কর দরশন,
দেখিবে নরক-ঘৃণা হইবে উদয় !
কত কাণ্ড প্রতিপলে হ'তেছে ঘটনা,
একত্র হয়েছে যেন সহস্র নিরয় !
প্রায় প্রতিগৃহে তপ্ত সুরার ঝরণা
বহি'ছে প্রবল বেগে দহিয়া হৃদয় !
তা'ই বলি, নৈশ গ্রাম শান্তি-নিকেতন ;
নিশায় নগর-মূর্ত্তি নরক ভীষণ !

৪২—প্রকৃতি, প্রকৃত সুখে করা'তে মগন
নিপুণ যেমন তুমি, অয়ি উন্মাদিনি !
নগর-মূরতি পরি' কৃত্রিম ভূষণ
কভু কি এমন হয় চিত্তবিনোদিনী ?
সেই হাসি ভালবাসি, যে হাসে আপনি ;
সেই বেশ ভাল, যা'রে পরে না সাজায় ;
সেই শোভা ভাল, যাহা দিবসরজনী
অকলঙ্ক—শুদ্ধভাবে নয়ন মজায়।
তা'ই গ্রামে ভালবাসি—নগরে বিরাগ
তা'ই সে প্রকৃতি-পদে এত অনুরাগ।

৪৩—এ অনন্ত বিশ্ব-পটে ভাবুকের চিত
মোহিবারে অবিরত প্রকৃতি রঙ্গিণী,
আমরি, কতই ছবি করেছে অঙ্কিত,
নাহি মিটে সাধ, হেরি, দিবসযামিনী।
ছুটাইতে সুখ-উৎস প্রভাত সময়,
সুন্দরী তুলিকা ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী
নীলাকাশে লাল রঙে, মৃদু বিভাময়,
আঁকে বাল-ভানু-তনু, ধন্য কারিগরী !
অন্ধকাররাশি দূরে করে পলায়ন,
প্রদীপ্ত আলোকে বিশ্ব উজ্জ্বল কেমন !

৪৪—আবার খানিক পরে, মধ্যাহ্ন সময়,
রবি-দেহে উজ্জ্বলাভা এমনি ফলায় ;
যদিও ঝলসে দৃষ্টি—তবু সুখোদয় ;
এমনি ক্ষমতা সেই দৈবী তুলিকায় !
শত শত তুলী ল'য়ে প্রদোষে আবার,
মুছিয়া রবির ছবি, মুহূর্ত্ত সময়ে
শত হস্তে কত ছবি আঁকে বারংবার,
কত মুছে—কত আঁকে আকাশ-হৃদয়ে
যা'ইচ্ছা, তা'আঁকে, আহা, তা'তেই কেমন
মধুর সৌন্দর্য্যরাশি !—জুড়ায় নয়ন !

৪৫—আপনি আপন মনে করিয়া কল্পনা,
প্রদোষের নানাবিধ রঙ-সুরঞ্জিত
ছবিগুলি মুছি' ফেলি', প্রকৃতি ললনা
কাল রঙে নীলাকাশ করে বিলেপিত ;
কখন আপন মনে উজ্জ্বল বরণে
আঁকে শশী সে আঁধারে ; বিলীন আঁধার ;
কভু হীরকের খণ্ড—অসংখ্য গণনে—
আঁকে সে আঁধারে ;—দৃশ্য অতি চমৎকার !
অন্ধকার যেইরূপ, সেইরূপি থাকে,
অথচ হীরক-খণ্ড জ্বলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

৪৬—প্রকৃতির কারুকার্য্য অনন্ত, অপার,
অমেয়, অচিন্ত্য, নর-শক্তির অতীত।
যেটি দেখি, সেটিতেই অদ্ভুত ব্যাপার,
অলৌকিক ক্ষমতায় চিত্ত চমকিত!
শ্রবণবধিরকারি পর্জ্জন্য-নিনাদ,
পাষাণবিদীর্ণকারি বজ্রের শকতি,
অনিলে সলিলে ঝড় সময়ে বিবাদ,
পলকে শতেক ক্রোশে বিদ্যুতের গতি,
সুগভীর সাগরের বিশাল হৃদয়
নাবিকের ভয়মূর্ত্তি তরঙ্গ-নিলয়।

৪৭—বহুদূর-ব্যাপি-দেহ ভীম মরুস্থল
রাশি রাশি বালুকায় আবৃত হইয়া,
প্রকাশি'ছে প্রকৃতির গঠন-কৌশল,
(যতদূর চলে দৃষ্টি) আকাশ ছুঁইয়া!
অভ্রভেদি মহীধর ভীম কলেবরে
শূন্যেতে প্রাচীর-সম, দেখ, দাঁড়াইয়া;
চূড়ার উপরে চূড়া শোভে স্তরে স্তরে,
কোথাও ফোয়ারা ছুটে পাষাণ ভেদিয়া!
তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে জলধর দল
ঠেকিয়া খণ্ডিত হ'য়ে, বরষি'ছে জল।

৪৮—গভীর নিবিড় বন, দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
বিরাজে তমস সৃষ্টি করিয়া দিবায় ;
অসংখ্য বিশাল তরু শোভে পরস্পর,
বনজ লতিকাবলী জড়াইয়া গায়।
কতই অপক্ক পক্ক শুষ্ক পত্রচয়
পড়েছে ভূতল'পরি ; আবৃত ভূতল ;
যতদূর চলে দৃষ্টি, সবি পত্রময়,
অরণ্যের ভূমি যেন পত্রেরি কেবল !
সহস্র সহস্র বার সহস্র-কিরণ
অক্ষম সে বনে কর করিতে চালন।

৪৯—অপার অতলস্পর্শ মহাপারাবার
ধরারে ধরিয়া বক্ষে জাগে সর্ব্বক্ষণ ;
মাঝে মাঝে মত্ত হ'য়ে ছাড়ি'ছে হুঙ্কার ;
উন্নত ভূধর-সম তরঙ্গ লম্ফন !
প্রকৃতির সুকৌশলে কখন আবার
উন্মত্ত সাগর ধরে শান্তির মূরতি ;
স্থির নীলাকাশ-সহ অভিন্ন আকার—
নিশ্চল ;—চিনিতে পারি, কি হেন শকতি ?
দিবায় তপন-কর—চন্দ্রিকা নিশায়
উজলি' জলধি-জল, লহরে খেলায় !

৫০—অন্য ছবি দূরে থাক্ ; আজের নিশাথ,
রে নয়ন, ওরে মন ! দেখ্ বারংবার,
প্রকৃতির চারু ছবি, সুন্দর তুলিতে,
কি এক শোভায় সুখ করি'ছে বিস্তার !
কৌতূহল বাড়ে সুখ-ভীতির মিশ্রণে,
স'রে যাই, পুন আশা করে উত্তেজনা,
দুই পা পিছাই ভয়ে—আশার চালনে
চারি পা এগুই কিন্তু ;—এমনি ঘটনা !
এমনি মোহিনী ছবি—নৈপুণ্য এমনি,
মোহিত হ'য়েছি আজ ; কি করে রজনী ?

৫১—ঐশ্বর্য্যশালীর কত বিলাস ভবনে
কাচের কৃত্রিম নানা আলোক-আধারে
মধুৎথ-বর্ত্তিকা-মুখে জ্বলিতে জ্বলনে
দেখে'ছি ; পারেনি কিন্তু ভুলা'তে আমারে।
কিন্তু অই কালিমাখা নিলীম গগনে
এ নিশীথে, প্রকৃতির সুকোমল করে
জ্বালিত আলোকমালা উজ্জ্বল বরণে
কি যে এক সুখ ঢালে হৃদয় কন্দরে।
জানি না—পারি না তাই করিতে বর্ণন,
রহিল মনের ভাব মনেই গোপন।

৫২—সোণালী তবকময়, রঞ্জন-রঞ্জিত,
ঝালর-ঝুলিত পাখা ধনীর আবাসে
দিবায় নিশায় মৃদু হ'তেছে দোলিত,
শীতল করি'ছে কায় মৃদুল বাতাসে।
প্রকৃতি আপনি কিন্তু এ ঘোর নিশায়,
অলক্ষ্যে আমার, মরি, সুকোমল করে
কি এক অপূর্ব্ব পাখা মৃদুল দুলায় ;
লোমকূপ-পথে বায়ু পশি'ছে অন্তরে।
ধনেশের ধনরাশি ব্যয়িত বীজন
এ বীজন-সহ তুল্য হয় কি কখন ?

৫৩—বিভব-বিকাস বই ধনীর বীজনে
কিছু নাই—কিছু নাই—চাক্ষুষ প্রমাণ ;
কিন্তু দেখ, কুসুমের সুরভি-মিশ্রণে
প্রকৃতি-বীজন তোষে জগত পরাণ।
পথের ভিকারী যেও, সেও সুখ পায়,
অবারিত অধিকার প্রকৃতির দান;
ধনীর বীজন শুধু ধনীরই গায়
বরষে অনিল-ধারা ;—বৈষয়িক ভাণ !
সে বীজনজাত বায়ু করি না কামনা,
করিলে, করিতে হ'বে ধনীর সাধনা !

৫৪—ওরে চাটুকারগণ, জগত-জঞ্জাল!
অসার! হৃদয়শূন্য! মানব অধম!
জিহ্বায় কলঙ্ক মেখে আরো কতকাল
ধনেশ প্রভুর পদ করিবি বন্দন?
তিলমাত্র বিবেচনা হয় না সঞ্চার?
নর ত বটিস্, তবু নরত্ব কেমন
জেনেও, চরণে দলি' কৈলি পরিহার?
জীবন করিলি ক্ষয় পশুর মতন!
রাশি রাশি—সংখ্যাতীত অলীক বচনে
আত্মারে দূষিত, ছি ছি, করিস্ কেমনে?

৫৫—এই দ্যাখ্, তমাবৃত পাদপ-শাখায়
তমসে অলক্ষ্য হ'য়ে যত ঝিল্লীদল
মৃদুল সমীরে করি' স্বরের সহায়,
নৈশ প্রকৃতির গুণ গায়ি'ছে কেবল।
চাটূক্তির প্রিয়তম ধনীর ভজনা
এখনি ছাড়িয়া আয়—আয় রে সকলে,
ঝিল্লী-সহ প্রকৃতির গা'না রে মহিমা,
ঘুচিবে কলঙ্ক—খ্যাতি রহিবে ভূতলে।
যে তোদিগে স্নেহ করে, তা'রে অনাদর?
সামান্য নরের শুধু তুষিবি অন্তর?

৫৬—দেখেছি এ নিশাকালে ধনীর ভবনে
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, সুচারু মশারি,
রজত-কনক-খট্ট, দেখে'ছি নয়নে
সুকোমল তূলাগর্ভ বালিসের সারি।
কিন্তু এ নিশীথে এই নয়নরঞ্জিনী
প্রকৃতি-রচিত শয্যা, নব তৃণজালে
হ'য়েছে হৃদয়-হর্ষ-দ্বিগুণ-বর্দ্ধিনী,
শীতল হ'য়েছে হিম কণিকা-মিশালে।
কিবা সে ধনীর শয্যা ? এ শয্যা কেমন !
সে যে রে কৃত্রিম—এ যে প্রকৃতি-সৃজন।

৫৭—এ শয্যায় শুইবার বাসনা আমার,
সম্পদে বিপদে সুখদুঃখের সময়
এই শয্যা সুখশয্যা ; প্রকৃতি, তোমার
এ শয্যা-সমান শয্যা আছে বিশ্বময় ?
দেখে'ছি অনেকে আমি সুখের সময়
সোণার শয্যায় শু'তে !—ধন অহঙ্কার !
কিন্তু গো, দু'দিন পরে এ শয্যা-আশ্রয়
করিতে হ'য়েছে; নৈলে গতি কই আর ?
তা'ই বলি, এ নিশীথে এ শয্যা-মতন
এ জগতে কিছু নাই সুখের শয়ন।

৫৮—ঐ যা' কল্পনে, তব এ কি গো কল্পনা,
কোথা হ'তে কোথা মোরে আনিয়া ফেলিলে?
কোথায় ও গৃহে যা'ব,—করিলে ছলনা,
ভুলা'লে আমারে, আর নিজেও ভূলিলে!
কে বলে তবে, গো দেবি, আমর অন্তরে
পরশে না ভ্রম? আমি বুঝিনু এবার,—
কেহই এমন নাই জগত-ভিতরে,
মানবের মত ভ্রম না ঘটে যাহার।
সে যা হৌক্, চল, দেবি, দেখিগে ভবন,
তুমি না দেখা'লে, আশা কে করে পূরণ?

৫৯—গভীর—গভীরতর ক্রমশঃ যামিনী;
আরও বিস্মৃতি-জলে জগত ডুবিল;
চলিল চেতনা দেবী ত্যজিয়া মেদিনী,
নিশ্বাস, প্রশ্বাস শুধু জাগিয়া রহিল।
মোহন মন্ত্রেতে নিদ্রা এক এক করি'
বাহ্য জ্ঞান লইলেন করিয়া হরণ;
সময় পাইয়া স্বপ্ন বহুরূপ ধরি'
করিতে লাগিল কত কাণ্ড প্রদর্শন;—
জাগ্রতে অচিন্ত্য কত অদ্ভূত ঘটনা
ঘটি'ছে ঘুমেতে—সবি স্বপন-ছলনা!

৬০—স্বপ্নের অপূর্ব্ব শক্তি—অদ্ভুত কৌশল ;
জানি না তা' কি;—কাজে বুঝিব কেমনে?
কভু যে বুঝিব, হায়, সে আশা বিফল ;
স্বপ্নের কৌশল-শক্তি স্বপনই জানে।
এইমাত্র বুঝি শুধু—পাগলের প্রায়
আগা নাই--গোড়া নাই--এলোমেলো [illegible]
যুগের ঘটনাচয় ক্ষণেকে ঘটায় ;
মানবের চিত্ত ল'য়ে স্বেচ্ছায় বিচরে।
তবে না কি নর-মন কারো বশ নয় ?
এই যে স্বপন তা'রে নিজ বশে লয় !

৬১—স্বপন ! অসাধ্য কর্ম্ম করিতে সাধন
তোমা ছাড়া কা'র শক্তি ?—সর্ব্বশক্তিময়
তুমিই জগতীতলে—কে আছে তেমন ?
আমার বিচারে কেহ তব তুল্য নয়।
কে পারে হতাশে আশা করিতে প্রদান ?
কে বা পারে বিরহীর বিরহ হরিতে ?
কে করে দারুণ শোকে সুখের বিধান ?
কে পারে দরিদ্রে ক্ষণে কুবের করিতে ?
অনায়াসে কে বিতরে আশাতীত ধন ?
কেহ নয়—কা'র সাধ্য ?—তুমিই স্বপন !

৬২—জীবন-সর্ব্বস্ব পতি—এ হেন পতিরে
যে অভাগী—ভাগ্যদোষে, বিধি-বিড়ম্বনে-
হারাইয়া চিরতরে, ভাসে নেত্র-নীরে,
অহর্নিশ পুড়ে মরে বৈধব্য-দহনে!
হেন পতিহীনা নারী প্রসাদে কাহার
(নিদ্রার জগতে পশি') মৃত প্রাণনাথে
জীবন্ত সম্মুখে হেরে? ঘুচায়ে আঁধার,
কে দেয় হারান-শশী আনি' তা'র হাতে?
তুমিই সে, হে স্বপন! আর কেহ নয়,
যদিও অলীক, তবু সুখের উদয়।

৬৩—সন্তানের সুমঙ্গল করিতে বর্দ্ধন,
দেবতা-সম্মুখে নিজ বক্ষঃ বিদারিয়া,
শোণিত বাহির করি', হ'য়ে একমন,
পূজে মাতা দেব-পদ, যন্ত্রণা সহিয়া।
কিন্তু যবে অভাগীর অঞ্চলের ধন
চুরি করে কাল-চোর, দেবতা কি আর
নিবারিতে পারে তা'র অশ্রু-বরিষণ?
কিসের দেবতা,—শক্তি কি আছে তাহার?
তুমিই দেবতা, স্বপ্ন, তোমারি কৃপায়
নিদ্রাকালে কাঙ্গালিনী হৃত ধনে পায়।

৬৪—এই ক্ষুদ্র গ্রাম-মাঝে কৃষকের দল
ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া ভূমির উপরে,
নিদ্রার কোমল কোলে করিছে শীতল
দৈনন্দিন পরিশ্রম, সুখিত অন্তরে।
হয় ত, তা' হ'তে সুখ তুমি, হে স্বপন,
অনায়াসে এ সবারে করি'ছ প্রদান ;
ছিন্ন কন্থা সরাইয়া, রাজসিংহাসন
সম্মুখে রাখিয়া, বৃদ্ধি করি'ছ সম্মান।
যাহাদের শির দগ্ধ দিনের বেলায়
রবি-করে ;—এবে ঢাকা সোণার ছাতায়।

৬৫—হয় ত, এদের মাঝে কোন একজন
বিনা দোষে, অবিচারে দিনের বেলায়
কালান্তক ভূস্বামীর সহিয়া পীড়ন,
কাঁদিয়াছে কত ;—এবে পতিত কন্থায় !
দরিদ্র কৃষক, হায়, ধনবল নাই ;
ভূস্বামীর প্রতিহিংসা করিবে কেমনে ?
কিন্তু সে এখন দিয়া তোমার দোহাই,
নিপীড়ি'ছে ভূস্বামীরে ভীষণ শাসনে !
কৃষক ভূস্বামী এবে, ভূস্বামী কৃষক ;
মন্দ নয়, হে স্বপন, এ তব কুহক !

৬৬—আবার, ভূপতি কত তোমার ছলনে
মুহূর্ত্তে হারা'য়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য অপার,
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে, কৌপীন-পিন্ধনে ;
একেবারে দীপ্তালোকে ঘোর অন্ধকার !
চলিলে লাগিবে পদে কঠিন ভূতল,
এই ভয়ে গাড়ী ঘোড়া যা'দের চরণ !
হায় রে, স্বপন, তব বিচিত্র কৌশল,
নগ্নপদে এবে তা'রা করি'ছে ভ্রমণ !
অরুচি যা'দের হ'ত নবনী-ভোজনে ;
উদর পূরি'ছে তা'রা তণ্ডুল-চর্ব্বণে!

৬৭—কি হেতু এরূপ কর ? জানিতে বাসনা,
কহ, হে স্বপন, মোর মিনতি তোমায় !
যা'দিগে প্রাণের ভয়ে অযুত রসনা
'দরিদ্র' বলিতে নারে, কেঁপে ওঠে কায়!
এ হেন ভূপালগণে তুমি অনায়াসে,
আপনার দর্পভরে ভিখারী সাজাও ;
রাজপরিচ্ছদ খুলে, ছিন্ন ভিন্ন বাসে,
প্রাসাদ হইতে পথে দূর ক'রে দাও !
কি হেতু ? আছে কি কিছু নিগূঢ় কারণ ?
'দারিদ্র্য' যে কি, তা'ই করাও স্মরণ ?

৬৮—বিষম মায়াবী তুমি, তোমার মায়ায়
'আশ্চর্য্য প্রদীপ' কত, কত 'আলাদিন'
সৃষ্ট হয় নিদ্রাকালে ক্ষণেক নিদ্রায় ;
ঘটে না জীবনে যাহা, আয়ু যত দিন !
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা যা'র দিনান্তে যোটে না,
সেও কল্পতরু হ'য়ে রতন বিলায় !
তৃণ-শয্যা ভাগ্যে যা'র ভুলেও ঘটে না ;
সেও স্বর্ণ খাটে শু'য়ে শরীর জুড়ায় !
দন্তে তৃণ ল'য়ে যেও পায় না চাকুরী,
সেও রাখে শত দাস !—স্বপন-চাতুরী !

৬৯—স্বাধীনতা দায়ি স্বপ্ন, কারার মাঝারে
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে, যাবত্‌-জীবন,
কারাবাস-ক্লেশ-রূপ অকূল পাথারে
কি দিবায়—কি নিশায় মগ্ন যেই জন ;
তুমি তা'রে স্বাধীনতা করিয়া প্রদান,
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল—খোল কারাদ্বার,
যথা ইচ্ছা, সেই খানে করে সে প্রস্থান,
মুক্তিলাভ ভাগ্যে তা'র প্রসাদে তোমার।
উপায়বিহীন কারাবাসীর উপায়
একমাত্র, স্বপ্ন, তুমি—সাবাস্ তোমায়!

৭০—কল্পনার সহ তব করি না তুলনা,
যে হেতু, কল্পনা চেয়ে তুমি শক্তিময়।
কল্পনা যা' করে, তাহা জানে সে চেতনা ;
বাধো-বাধো—ভাঙ্গো-ভাঙ্গো সবি বোধ হয়।
অচেতন অবস্থায় ক্ষমতা তোমার
চাক্ষুষ ঘটনা কত অনা'সে ঘটায় ;
আমি জানি—জানে আর মানস আমার—
আর জানে সেই জন, দেখাও যাহায়।
কল্পনা সতর্ক আর চির-জাগরিত ;
কিন্তু তুমি উনমাদী, জাগিয়া-নিদ্রিত।

৭১—কখন নিদ্রিত জনে, সুখ-শয্যা হ'তে,
মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ করি' পাঠাও কাননে ;
কখন সহসা ল'য়ে দ্রুতগামি স্রোতে
ভাসাইয়া দাও, কভু উঠাও গগনে !
হাজার সাহসী হোক্, তবুও তাহায়
(মনে যদি কর) পার ভয় দেখাইতে ;
যতদূর ভীরু হোক্, তবু সে জনায়
সিংহের সম্মুখে পার নির্ভয়ে রাখিতে !
নিজে, যা' না পারে কেহ ; প্রসাদে তোমার
অনা'সে সাধন করে ;—বিচিত্র ব্যাপার !

৭২—বাক্‌ভাষি বুদ্ধিমানে পুতুলের মত
লইয়া খেলাও সুখে ইচ্ছা-অনুসারে ;
নিদ্রাশেষে যবে সেই হয় জাগরিত,
তোমার যতেক খেলা প্রকাশিতে পারে।
কিন্তু, হে স্বপন, কহ মিনতি তোমায়,
সদ্যোজাত, বাক্যহীন, জ্ঞান-বিরহিত
শিশুরে কি প্রদর্শন কর সে নিদ্রায়,
কখন রোদিত শিশু—কখন হসিত ?
কি দেখে সে—কি ভাবে সে—কেনই বা হাসে,
কেন বা নিদ্রার ঘোরে চমকে তরাসে ?

৭৩—তাহাই জানিতে চাই ;—তাহাই জানিতে,
বহুদিন হ'তে আশা হ'তেছে বর্দ্ধিত ;
শুধুই বাড়িল আশা মানস-ভূমিতে ;
আজো না ফলিল ফল—হ'ল বিফলিত !
গৌতম, কণাদ, মিল, কোম্‌ৎ, হামিণ্টন্
ইত্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিত নিচয়
নারিল বাসনা মোর করিতে পূরণ।
কিসের দর্শনবিৎ ?—বাজে কথা কয় !
নিদ্রিত শিশুর সহ তোমার ঘটন
যে বলিবে—মোর মতে—বিজ্ঞ সেই জন।

৭৪—ভাল কথা মনে মোর হইল, স্বপন,
যা' কিছু ঘটাও তুমি, অলীক সকল ;
কিন্তু এক দিন এই ঘটায়ো ঘটন,
জাগরিত হ'লে যেন হয় তা' সফল ;—
ভারতের বিংশ কোটি অধীন তনয়
গভীর নিশায় নিদ্রা যাইবে যখন,
'ভারত-জীবন', দেব, কি কৌশলে হয়,
সেইটি বিশেষরূপে ক'র প্রদর্শন।
কিছুই অসাধ্য নাই তব, হে স্বপন!
কি কৌশলে হয়—ব'ল—'ভারত-জীবন'।

সম্পূর্ণ।

PRINTED AND PUBLISHED BY ASHUTOSH GHOSE & CO.